দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 3 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রির কুমতলব

নরসিংদীতে এসএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব বখাটে ছাত্ররা রাস্তায়, মেধাবীরা মানসিক চাপে

নরসিংদী জেলা সংবাদদাতা

নরসিংদীতে এসএসসি পরীক্ষার বাংলা ১মপত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপক গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এই গুজবের ঢেউ ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। ঢাকা থেকে এই গুজব বিভিন্ন মিডিয়া অফিস হয়ে ফিরে এসেছে জাতীয় দৈনিক ও টিভি চ্যানেলের জেলা সংবাদদাতাদের কানে। এই গুজব শুনে বখাটে ছাত্ররা পড়ার টেবিল ছেড়ে প্রশ্নপত্রের সন্ধানে রাস্তায় নেমে আসে এবং তারা হন্যে হয়ে পৃঃ ১২ কঃ ৪

নরসিংদীতে এসএসসি প্রশ্নপত্র

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও বিভিন্ন হাইস্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রশ্নপত্রের খোঁজ-খবর নেয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা এব্যাপারে বিভিন্ন উৎসসমূহে খবর নিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো তথ্য খুঁজে পাননি। প্রথম গুজব ছড়ে যে, নরসিংদীর ইমরুক্ত কোচিং সেন্টার থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। নরসিংদী সদর মডেল থানার এসআই আজিজ হাওলাদার এ প্রশ্নপত্র উদ্ধার করেছে। এব্যাপারে প্রথমে নরসিংদী মডেল থানার ওসি আসাদুজ্জামান ও পরে এসআই আজিজ হাওলাদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এখবরকে মিথ্যা ও গুজব হিসেবে আখ্যায়িত করে ঘটনা অস্বীকার করেন। পরে স্থানীয় সাংবাদিকগণ নরসিংদী জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করলে তিনিও ঘটনা নিছক গুজব বলে উড়িয়ে দেন। এব্যাপারে নরসিংদী একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই গুজবের পেছনে একটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য রয়েছে। গুজব ছড়িয়ে দিয়ে ভুয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি করে রাতারাতি বিপুল অংকের টাকা কামানোর কুমতলবে এই গুজব ছড়িয়ে থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, এই গুজবে বখাটে ছাত্রসহ কোনো কোনো মহল লাভবান হলেও প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা প্রবল মানসিক চাপে সীমাহীন ক্ষতির শিকার হবে। কাজেই প্রশাসনের উচিত গুজবের উৎস খুঁজে বের করে গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।